দৈনিক ইত্তেফাক

26

তারিখ 13 DEC 1990
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলা ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার প্রসঙ্গে

'শিক্ষাবোর্ড' সমগ্র দেশের শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষানিয়ন্ত্রণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাপালন করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘদিন 'শিক্ষাবোর্ড' শব্দটি পৃথকভাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় উক্ত শব্দসহ কতিপয় বোর্ডসংশ্লিষ্ট শব্দ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার জন্য আমরা ছাত্রশিক্ষক ও শিক্ষিত সমাজ সকলেই তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। কিন্তু ফটক ও বোর্ডসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে 'শিক্ষাবোর্ড' শব্দটি এখনও পৃথকভাবে লিখিত রহিয়াছে। এব্যাপারে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বোর্ডসংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় শব্দ অজ্ঞাতসারে ভুলরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই শব্দগুলিও সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। উক্ত শব্দগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। পরীক্ষা সংক্রান্ত, মূল্যায়ন সংক্রান্ত, বিল সংক্রান্ত, বিদ্যালয় প্রধান এই শব্দ চারিটি পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দগুলি পৃথকভাবে লেখা যাইবে না– একত্রে লিখিতে হইবে। ব্যাকরণের সূত্র বা কারণ 'পরীক্ষা' শব্দটি বিশেষ্য পদ এবং 'সংক্রান্ত' শব্দটি বিশেষণের রূপ বা চিহ্ন বলিয়া একত্রে লিখিতে হইবে এবং শব্দটি বিশেষণ বলিয়া গণ্য হইবে। অবশিষ্ট শব্দগুলিও একই নিয়মে হইবে। সুতরাং শুদ্ধরূপ হইবে– পরীক্ষাসংক্রান্ত, মূল্যায়নসংক্রান্ত, বিলসংক্রান্ত, বিদ্যালয় প্রধান।

২। প্রধান শিক্ষক ও প্রধান পরীক্ষক– এই শব্দ দুইটি পৃথকভাবে লিখিত হইয়াছে। 'নির্ধারণে ষষ্ঠী' ব্যাকরণের সূত্রানুসারে শব্দ দুইটি পৃথকভাবে লেখা যাইবে না, একত্রে লিখিতে হইবে। যেমনঃ (ক) শিক্ষকগণের মধ্যে যিনি প্রধান= প্রধানশিক্ষক (খ) পরীক্ষকগণের মধ্যে যিনি প্রধান= প্রধানপরীক্ষক। এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত শব্দ দুইটিকে আরো নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য করিবার জন্য উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হইতেছে মন্ত্রিগণের মধ্যে যিনি প্রধান= প্রধানমন্ত্রী।

৩। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পরীক্ষক কোড্, নিয়োগ পত্র, নিয়োগ বিভাগ, সেট্ কোড্, পরীক্ষা কক্ষ, পরীক্ষা কেন্দ্র এই শব্দ সাতটি পৃথকভাবে লেখা হইয়াছে, এইগুলি একত্রে লিখিত হইবে। কারণ, শব্দগুলি সমাসবদ্ধ পদ।

পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক = পরীক্ষানিয়ন্ত্রক (ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস); পরীক্ষকের কোড্ = পরীক্ষককোড্ (ঐ); নিয়োগের পত্র = নিয়োগপত্র (ঐ); নিয়োগের বিভাগ = নিয়োগবিভাগ (ঐ); সেটের কোড্ = সেট্‌কোড্ (ঐ); পরীক্ষার কক্ষ = পরীক্ষাকক্ষ (ঐ); পরীক্ষার কেন্দ্র = পরীক্ষাকেন্দ্র (ঐ);

আমাদের ধারণা, এই ভুলগুলি অজ্ঞাতসারে হইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত শব্দগুলির সংশোধনের জন্য শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। ইহাতে ছাত্রশিক্ষক, শিক্ষিত সমাজ তথা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হইবে। সেইসাথে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালবাসাই প্রকাশ পাইবে।

মোঃ আব্দুল আজিজ মিঞা,
শ্রী সুশীল কুমার চক্রবর্তী,
সিনিয়র শিক্ষক,
ভূঞাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,
ডাক ও থানা ঃ ভূঞাপুর, জেলা ঃ টাংগাইল।